বিটিসি
বাংলাদেশ টেকনিক্যাল কলেজ

উন্নত জীবনের জন্য প্রকৌশল ও কারিগরি শিক্ষা

বিসিএমসি ফাউন্ডেশন কর্তৃক পরিচালিত

পিয়ারীমোহন রোড, নাজির শংকরপুর, যশোর।
ফোন: পিএবিএক্স+৮৮০-৪২১-৬৭১৬৮, ৬০৭৬১,
৬০৭৬২ ফ্যাক্স: +৮৮০-৪২১-৬৮০৪৩

মোবাইল: ০১৭৫২২৬০৪০১
০১৭৫২২৬০৪০২
০১৯৭১৮৪৪৮৮২
০১৭৫২২৬০৪০৩
০১৭৫২২৬০৪০৪

প্রসপেক্টাস

২০১৮-২০১৯

বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ডের অধীন ৪ বছর (৮ সেমিস্টার) মেয়াদী

ডিপ্লোমা ইন ইঞ্জিনিয়ারিং কোর্সসমূহ

- ডিপ্লোমা ইন সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং
- ডিপ্লোমা ইন ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং
- ডিপ্লোমা ইন কম্পিউটার ইঞ্জিনিয়ারিং
- ডিপ্লোমা ইন টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং
- ডিপ্লোমা ইন গার্মেন্টস ডিজাইন এন্ড প্যাটার্ণ মেকিং ইঞ্জিনিয়ারিং

৯ম ব্যাচ

তদুপরি মেধাবী, সহোদর ও উপজাতিদের ক্ষেত্রে ভর্তি ফি'তে ছাড়

মাসিক ১০০০/- টাকা হারে বৃত্তি পাবার সুযোগ নিন

ফেসবুক : https://www.facebook.com/BangladeshTechnicalCollege/
ই-মেল : admin@btc.edu.bd, btc_prn@yahoo.com ওয়েব : www.btc.edu.bd

১. সংক্ষিপ্ত পরিচিতি :

২০০৯ সালের ২৭ ডিসেম্বর বাংলাদেশ টেকনিক্যাল কলেজ (বিটিসি) প্রতিষ্ঠার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। ২০১০ সালের ০৪ জুলাই বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ডের অনুমোদন নিয়ে ২০১০ সালের ০২ অক্টোবর বাংলাদেশ টেকনিক্যাল কলেজ (বিটিসি) আনুষ্ঠানিকভাবে যাত্রা শুরু করে। কলেজটি বিসিএমসি ফাউন্ডেশন কর্তৃক পরিচালিত। কলেজে রয়েছে নিম্নোক্ত ৬টি ডিপার্টমেন্ট :

i. Department of Civil & Construction Engineering
ii. Department of Electrical, Electronic & Telecommunication Engineering
iii. Department of Computer Engineering & Technology
iv. Department of Garments & Textile Engineering
v. Department of Natural Science & Chemical Engineering
vi. Department of Business Administration, Social Science & Related Subjects

সকল ক্লাস রুম ও ল্যাবরেটরি সুসজ্জিত; আছে পর্যাপ্ত শিক্ষক। টেকনোলজির সকল শিক্ষকই বি এসসি ও ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ারিং ডিগ্রিধারী। কলেজের রয়েছে নিজস্ব কলেজ বাস। সম্পূর্ণ বিনামূল্যে ছাত্র পরিবহন, বিনোদন ও শিক্ষা সফরের ব্যবস্থা আছে। রয়েছে সমৃদ্ধ লাইব্রেরি।

২. প্রধান প্রধান বৈশিষ্ট্য :

* ছাত্র রাজনীতিমুক্ত * পূর্ণকালীন বি এসসি ও ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ারিং ডিগ্রিধারী শিক্ষকসহ দেশ-বিদেশ হতে ডিগ্রিপ্রাপ্ত পর্যাপ্ত শিক্ষক * সুসজ্জিত ল্যাবরেটরি ও ক্লাস রুম * সমৃদ্ধ লাইব্রেরি * নিজস্ব ওয়াই ফাই এর মাধ্যমে ফ্রি ইন্টারনেট সুবিধা * ফ্রি ইংরেজি ও সঙ্গীত শেখার সুযোগ * ফ্রি ক্যাডেট কোর ও ব্যান্ড পার্টির সদস্য হবার সুযোগ * কলেজের নিজস্ব বাসে ফ্রি ছাত্র পরিবহন, বিনোদন ও শিক্ষা সফর * ক্যাম্পাসে ইংরেজিতে কথা বলা * সিসিটিভি ক্যামেরা সজ্জিত কলেজ ভবণ * মেধাবী, সহোদর ও উপজাতি ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য ভর্তি ফিতে ছাড় * মাসিক ১০০০/- ও ৮০০/- টাকা হারে বৃত্তি পাবার সুযোগ * শ্রেষ্ঠ ছাত্রের জন্য রয়েছে নগদ ১৫,০০০/- টাকা, গোল্ড মেডেল, ক্রেস্ট ও সম্মাননাপত্র * প্রাইভেট পড়ার প্রয়োজন নেই * বোর্ড পরীক্ষায় সুন্দর ফলাফল * এবং সর্বোপরী সকল আধুনিক সুযোগ-সুবিধা সম্বলিত দেশের অন্যতম প্রতিষ্ঠিত প্রাইভেট টেকনিক্যাল কলেজ।

৩. ভর্তির যোগ্যতা ও পদ্ধতি :

২০০৯ বা তারপর যে কোন সালে যে কোন গ্রুপে এসএসসি বা সমমানের পরীক্ষায় জিপিএ ২.০০ প্রাপ্ত।
তদুপরী বিজ্ঞান গ্রুপ হতে এইচএসসি উত্তীর্ণরা সরাসরি ৩য় সেমিস্টারে এবং এইচএসসি (ভোকেশনাল) উত্তীর্ণরা সরাসরি ৪র্থ সেমিস্টারে ভর্তি হতে পারবেন।

ডিপ্লোমা ইন ইঞ্জিনিয়ারিং ভর্তির সময় নিম্নোক্ত কাগজপত্র জমা দিতে হবে :

১. পূরণকৃত ভর্তি ফরম ২. এসএসসি বা সমমান পরীক্ষার নম্বরপত্র/একাডেমিক ট্রান্সক্রিপ্টের সত্যায়িত কপি ৩. স্কুল প্রধান কর্তৃক ইস্যুকৃত টেস্টিমোনিয়ালের সত্যায়িত কপি ৪. ৪ (চার) কপি ৩৮মিমিX৩৮মিমি সাইজের রঙিন ছবি এবং ৫. এসএসসি পরীক্ষার মূল মার্কসশীট/একাডেমিক ট্রান্সক্রিপ্ট (যা কলেজে জমা রাখতে হবে এবং কোর্স সম্পন্ন হবার পর ফেরৎ দেয়া হবে) ৬. ভর্তির পর ক্লাস শুরুর তারিখ হতে ৭ দিনের মধ্যে রেজিস্ট্রেশন এবং আইডেনটিটি ও লাইব্রেরি কার্ডের জন্য কলেজ ইউনিফর্ম পরিহিত ৬ (ছয়) কপি ৩৮মিমিX৩৮মিমি সাইজের রঙিন ছবি জমা দিতে হবে।

৪. কোর্স ফি বিবরণ

কোর্স ফি	ভর্তি, রেজি: * ও অন্যান্য ফি	সেমিস্টার ফি	মাসিক বেতন	মোট কোর্স ফি
ডিপ্লোমা ইন সিভিল/ ইলেকট্রিক্যাল/কম্পিউটার/ টেক্সটাইল/ গার্মেন্টস ডিজাইন এন্ড প্যাটার্ণ মেকিং ইঞ্জিনিয়ারিং (৪ বছর = ৮ সেমিস্টার মেয়াদী)	টাকা ৫০০০/- ভর্তির সময় একবারে প্রদেয়	টাকা ৪০০০/- প্রতি সেমিস্টারে একবারে প্রদেয়	টাকা ১৩০০/-	টাকা ৫০০০/- + টাকা ৪০০০/- X ৮ + টাকা ১৩০০/- X ৪৮ = টাকা ৯৯,৪০০/-

* ভর্তি, রেজিস্ট্রেশন ও অন্যান্য ফি এর মধ্যে নিম্নোক্ত বিষয়/দ্রব্যসমূহ অন্তর্ভুক্ত বিধায় এগুলির জন্য ছাত্র-ছাত্রীদের পৃথকভাবে কোন মূল্য দিতে হবে না ঃ ক. প্রসপেক্টাস ও ভর্তি ফরম খ. ভর্তি ফি গ. বোর্ড রেজিস্ট্রেশন ফি ঘ. কলেজ ফি বুক ঙ. টাই ও শোল্ডার ব্যাজ চ. আইডেনটিটি কার্ড ও লাইব্রেরি কার্ড ছ. নেম প্লেট।

নোট ঃ
১. পরীক্ষা ফি ঃ বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড কর্তৃক নির্ধারিত হারে বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ডকে পরীক্ষার ফি এবং অত্র কলেজকে ক্লাস টেস্ট ও পর্বমধ্য পরীক্ষার ফি প্রদান করতে হবে।
২. ২০১৮ সালের জুলাই মাস হতে বেতন কার্যকরী হবে এবং ২০২২ সালের জুন পর্যন্ত মোট ৪ বছর প্রদান করতে হবে।
৩. ভর্তির পর ভর্তি বাতিল করলে জমাকৃত অর্থ ফেরৎ দেয়া হয় না।
৪. ভর্তির পর শিক্ষাক্রম পরিবর্তন করতে চাইলে পুনরায় নতুনভাবে ভর্তি হতে হবে। জমাকৃত অর্থ সমন্বয় করা হয় না।

মেধাবী, সহোদর এবং উপজাতিদের ক্ষেত্রে ভর্তি ফি ছাড় :

১. সহোদরের ক্ষেত্রে ভর্তি ফি ৫০% ছাড়।
২. উপজাতির ক্ষেত্রে ভর্তি ফি ৫০% ছাড়।
৩. এসএসসি বা সমমানের পরীক্ষায় জিপিএ ৫.০০ প্রাপ্তদের ক্ষেত্রে ভর্তি ফি ৫০% ছাড়।

নোট ঃ কোন শিক্ষার্থী একই সাথে একাধিক সুবিধা ভোগ করতে পারবেন না।

সম্পূর্ণ কোর্স ফি ৩ মাসের মধ্যে পরিশোধে ১০% ছাড় !

সর্বোচ্চ ২টি কিস্তিতে অবশিষ্ট সম্পূর্ণ কোর্স ফি পরিশোধ করা যাবে। ১ম কিস্তির (অবশিষ্ট কোর্স ফি এর ন্যূনতম ৫০%) অর্থ পরিশোধের তারিখ হতে ৩ মাসের মধ্যে ২য় কিস্তিতে অবশিষ্ট অর্থ পরিশোধ করতে হবে। অন্যথায় ১ম কিস্তিতে পরিশোধিত অর্থ স্বাভাবিক নিয়মে মাসিক বেতন ও অন্যান্য পাওনা হিসেবে সমন্বিত হবে। নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে অবশিষ্ট পাওনা পরিশোধে ব্যর্থ হলে তিনি এই সুযোগ পাবেন না। উল্লেখ্য শুধুমাত্র অগ্রিম প্রদত্ত ফি এর উপরই এই ছাড় দেয়া হয়।

৫. বিসিএমসি ফাউন্ডেশন মেধা বৃত্তি (মাসিক ১০০০/- টাকা হারে):

১. ২০১৮ সালে এসএসসি/সমমানের পরীক্ষায় ন্যূনতম জিপিএ ৪.৮০ (অতিরিক্ত বিষয়ের জিপি বাদে) প্রাপ্ত ছাত্র-ছাত্রীরা ১ম সেমিস্টারে মাসিক ১০০০/- টাকা হারে মেধা বৃত্তি পাবেন।
২. ২য় ও পরবর্তী সকল সেমিস্টারে সেমিস্টার ফাইনাল পরীক্ষায় ন্যূনতম জিপিএ ৩.৮৪ প্রাপ্ত ও ক্লাসে ন্যূনতম ৯০% উপস্থিত ছাত্র-ছাত্রীরা মাসিক ১০০০/- টাকা হারে মেধা বৃত্তি পাবেন।
৩. অনিয়মিত অথবা যে কোন সেমিস্টারে যে কোন বিষয়ে রেফার্ডপ্রাপ্তরা বৃত্তির আওতায় আসবেন না।

নোট: কোন শিক্ষার্থী এই বৃত্তির সমপরিমান অথবা অধিক হারে অন্য কোন সূত্র হতে বৃত্তি পেলে তার জন্য এই বৃত্তি প্রযোজ্য হবে না।

৬. বিসিএমসি ফাউন্ডেশন সাধারণ বৃত্তি (মাসিক ৮০০/- টাকা হরে):

১. ২০১৮ সালে এসএসসি/সমমানের পরীক্ষায় ন্যূনতম জিপিএ ৪.৫০ (অতিরিক্ত বিষয়ের জিপি বাদে) প্রাপ্ত ছাত্র-ছাত্রীরা ১ম সেমিস্টারে মাসিক ৮০০/- টাকা হারে সাধারণ বৃত্তি পাবেন।
২. ২য় ও পরবর্তী সকল সেমিস্টারে সেমিস্টার ফাইনাল পরীক্ষায় ন্যূনতম জিপিএ ৩.৬০ প্রাপ্ত ও ক্লাসে ন্যূনতম ৯০% উপস্থিত ছাত্র-ছাত্রীরা মাসিক ৮০০/- টাকা হারে সাধারণ বৃত্তি পাবেন।
৩. অনিয়মিত অথবা যে কোন সেমিস্টারে যে কোন বিষয়ে রেফার্ডপ্রাপ্তরা বৃত্তির আওতায় আসবেন না।

নোট: কোন শিক্ষার্থী এই বৃত্তির সমপরিমান অথবা অধিক হারে অন্য কোন সূত্র হতে বৃত্তি পেলে তার জন্য এই বৃত্তি প্রযোজ্য হবে না।

৭. শ্রেষ্ঠ ছাত্র বৃত্তি :

শিক্ষার্থীর ক্লাসে ও শিক্ষা সহায়ক ক্লাবে উপস্থিতি, পরীক্ষার ফলাফল, শিক্ষা সহায়ক কার্যক্রমে পারদর্শিতা, ইংরেজিতে কথা বলা এবং আচরণের উপর ভিত্তি করে একজন শিক্ষার্থীকে 'স্টুডেন্ট অব দি ইয়ার' বা 'শ্রেষ্ঠ ছাত্র' হিসেবে নির্বাচিত করা হয়। শ্রেষ্ঠ ছাত্রকে নগদ ১৫ হাজার টাকা, গোল্ড মেডেল, ক্রেস্ট ও সম্মননাপত্র প্রদান করা হয়।

উন্নত ও নিশ্চিত জীবন গঠণের জন্য কারিগরি শিক্ষা গ্রহণ করুন; নিজে লাভবান হোন এবং দেশকে লাভবান করুন।

৮. শিক্ষার মাধ্যম, পরীক্ষার ফলাফল ও সার্টিফিকেট :

ডিপ্লোমা ইন ইঞ্জিনিয়ারিং শিক্ষার মাধ্যম বাংলা। প্রতি বছর বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ডের ফলাফলে বিটিসি দেখাচ্ছে অভাবনীয় সাফল্য। অসংখ্য ছাত্র- ছাত্রী বোর্ডের মেধা তালিকায় স্থান করে নিচ্ছেন। সকল ডিপ্লোমা ইন ইঞ্জিনিয়ারিং কোর্সের সার্টিফিকেট বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড প্রদান করে।

দৃষ্টিভঙ্গি বদলান
কারিগরি শিক্ষা গ্রহণ করুন
জীবন বদলে যাবে

৯. উচ্চ শিক্ষা ও চাকুরী প্রাপ্তির সুযোগ :

ডিপ্লোমা ইন ইঞ্জিনিয়ারিং উত্তীর্ণ ছাত্র-ছাত্রীগণ সরাসরি কর্মক্ষেত্রে যোগদান করতে পারবেন অথবা বি এসসি ইন ইঞ্জিনিয়ারিং পড়তে পারেন। ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ারিং উত্তর্ণীরা সরকারি চাকুরীতে ২য় শ্রেণীর গেজেটেড পদমর্যাদাপ্রাপ্ত হবেন।

১০. সম্পূর্ণ বিনামূল্যে চলমান শিক্ষা সহায়ক কার্যক্রম :

বিটিসি'তে সম্পূর্ণ বিনামূল্যে নিম্নোক্ত ৬টি শিক্ষা সহায়ক ক্লাব পরিচালিত হয় :

- বিটিসি কম্পিউটার ক্লাব
- বিটিসি ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজ ক্লাব
- বিটিসি ডিবেটিং ক্লাব
- বিটিসি লিটারেচার এন্ড কালচারাল ক্লাব
- বিটিসি সাইন্স এন্ড টেকনোলজি ক্লাব
- বিটিসি কুইজ ক্লাব

একজন শিক্ষার্থী প্রতি সেমিস্টারে ২টি ক্লাবের সহযোগী সদস্য হতে পারবেন। যে কোন শিক্ষার্থী উপরোক্ত ক্লাবের সহযোগী সদস্য হতে পারেন এবং ক্লাব আয়োজিত যে কোন প্রতিযোগিতায় অংশ নিতে পারেন।

১১. আবাসিক ব্যবস্থা :

ছাত্র-ছাত্রীদের আবাসিক সমস্যাসহ সকল সামাজিক সমস্যা দেখাশুনার জন্য রয়েছেন ছাত্র কল্যাণ কর্মকর্তা। আবাসিক সমস্যা সমাধানের জন্য কথা বলুন ০১৭৫২-২৬০৪০৭ নম্বর মোবাইল ফোনে।

১২. ক্লাস শুরু :

ক্লাস শুরু ২১ জুলাই, ২০১৮ শনিবার। তারিখ পরিবর্তন হলে এসএমএস, মোবাইল ফোন, ওয়েবসাইট ও ফেসবুকের মাধ্যমে জানানো হবে।

নোট ঃ ক্লাস শুরুর তারিখ হতে ১ (এক) সপ্তাহের মধ্যে ক্লাসে উপস্থিত না হলে ভর্তি বাতিল হবে এবং উক্ত বাতিলকৃত আসনে নতুন ছাত্র-ছাত্রী ভর্তি করা হবে।

কারিগরি
শিক্ষা নিন
বদলে যাবে
আপনার দিন

বিটিসি প্রসপেক্টাস ৪
২০০০/২০১৭

বিটিসি পাবলিক রিলেশনস্ সেন্টার কর্তৃক প্রকাশিত

শিক্ষাবর্ষ: ২০১৮-২০১৯
প্রকাশকাল : নভেম্বর ২০১৭